জীবন রক্ষা, আশা পুনরুদ্ধার ও শুভেচ্ছা প্রসারে ইউএসএনএস মার্সির মিশন

এডমিরাল গ্যারি রাফহেড, কমান্ডার, ইউএস প্যাসিফিক ফ্লিট

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে সুনামিতে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অকল্পনীয় ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর বিপুল আন্তর্জাতিক সাড়া পাওয়া যায়। অনেক এনজিও প্রতিষ্ঠান, ২১ দেশের সামরিক বাহিনী. শত শত বিমান, হেলিকপ্টার ও জাহাজ প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে আড়াই কোটি পাউন্ডের বেশি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। বার্লিনে বিমানযোগে সরবরাহ প্রেরণ অভিযানের পর এটাই ছিল যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীর সর্ববৃহৎ ত্রাণ উদ্যোগ। ভিয়েতনামের পর এটা ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আমাদের বৃহত্তম অংশগ্রহণ।

সুনামি ত্রাণ প্রচেষ্টার সবচেয়ে ব্যস্ততম সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১৫,০০০ সৈনিক অংশ নেয়। এই ত্রাণ প্রচেষ্টা ছিল আমাদের সরকার, আমেরিকান জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মহানুভবতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক। সহায়তা দেয়ার কাজে আমাদের বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনী এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন একযোগে কাজ করে। আমাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের সম্মিলিত নৌ শক্তির গুরুত্বই তুলে ধরেনি, এটাও প্রমাণ করেছে আমরা একযোগে কাজ করলে মানুষের কল্যাণে আমরা কি অর্জন করতে পারি।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী, আমাদের প্রতিরক্ষা দফতর এবং আমাদের জনগণ মানবিক দুর্যোগে ত্রাণ সহায়তা কাজে সমর্থন দেয়। সহায়তা ও ত্রাণ কাজে আমাদের অঙ্গীকারের পরিচয় আমরা বহুবার দিয়েছি। ১৯৯০-এ দশকে আমরা বাংলাদেশে অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল নামে এক বৃহৎ ত্রাণ

কাজে অংশ নেই। সাম্প্রতিক কালে আমরা পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করি ভূমিকম্প, ফিলিপাইনে ভূমিধস এবং ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছি।

এই সব প্রাকৃতিক দুর্য়োগে আমাদের দ্রুত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমগুলো চলছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ত্রাণ, সহায়তা ও সামাজিক কর্মকান্ডে আমাদের অব্যাহত ও নিয়মিত আদান-প্রদানের পাশাপাশি। এই সব কর্মকান্ড আমাদের নৌ তৎপরতা ও বিদেশী বন্দরে আমাদের জাহাজগুলোর ভ্রমণ কর্মসূচীর অংশ হয়ে রয়েছে। সাগরে এবং সাগর থেকে তীরে সহায়তা দেয়ার দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে এই সব তৎপরতা অধিকতর নিরাপত্তা বিধান, সহায়তা প্রদান এবং দুর্গত লোকদের মনে আশা জাগানোর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বর্তমানে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের চারটি দেশে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর মেডিক্যাল জাহাজ ইউএসএনএস মার্সি-এর ভ্রমণ সেই ঐতিহ্যের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। আগামী পাঁচ মাসে মার্সি দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় কর্মরত থাকবে এবং ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও পুর্ব তিমোর ভ্রমণ করবে। জাহাজটিতে আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর চিকিৎসাবিদরা রয়েছেন। জাহাজটির হেলিকপ্টারগুলো রোগী আনা-নেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকবে। নৌবাহিনীর নির্মাণ প্রকৌশলীরা ছোটখাট নির্মান কাজ সম্পন্ন করবেন। নির্মাণ কর্মীদের সদর দফতর গুয়াম। যুক্তরাষ্ট্র জনস্বাস্থ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিরা তাদের সাথে যোগ দেবেন। মার্সির এই ভ্রমণ কর্মসূচীর সময় স্বাগতিক দেশ এবং তাদের বাইরের ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াও চিকিৎসা কর্মী দিয়ে সহায়তা করবে। তারা সবাই মিলে বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন দেশ ও চিকিৎসা শাখার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়ে দল গড়ে তুলবেন, যারা জাহাজে ও তীরে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন।

অনেকে প্রশ্ন করবেন কেন আমরা এটা করছি। জবাবটি সহজ। এটাই আমাদের জাতির পরিচয়। আমরা জাতি হিসেবে অন্যের প্রতি যত্নবান, সদয় ও পরোপকারী। মার্সির কাজের প্রভাব ও জাহাজটির এই মিশনের উদ্দেশ্য সবচেয়ে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা এসেছে সামরিক বাহিনী বা কোন সরকারী মুখপাত্রের কাছ থেকে নয়, এসেছে এমন একজনের কাছ থেকে যে এই ভালো কাজ থেকে সুফল পাওয়া হাজার হাজার মানুষের একজন। ফিলিপিন ডেইলি ইনকুরিয়ার-এর প্রকাশিত একটি সংবাদ: "প্রায় বিধ্বস্ত জোলো হাসপাতালে সাত বছর ধরে দৃষ্টিশক্তিহীন হারুনের চোখের ছানি অপসারণ করতে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা ত্রাণ দলের কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি। ৬০ বছর

বয়স্ক হারুন উত্তেজনায় ছটফট করছিল। ত্রাণ দলের সংগে সংশ্লিষ্ট একজন ফিলিপিনো ডাক্তার যখন তার চোখের ব্যান্ডেজ সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সে দেখতে পারছে কিনা, তখন সে বিড়বিড় করে বললো, 'এখনো কিছু দেখতে পারছিনা' সে বললো প্রথমে সে দেখতে চায়, সেই মুখগুলো যারা তার এই উপকারটি করেছে।"

এটাই হলো মার্সির মিশন।

======

জিআর/ ২৫শে জুন, ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫১-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* উষধশধচঅ@ংঃধঃব.মড়া এবং *ডবনংরঃব: ফযধশধ.ঁবসনধংু.মড়া এ যোগাযোগ করুন।*